মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الفصل الاول

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة فأفضلها: قَول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَن الطَّرِيق وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الإِيمَانِ

বাংলা

৫-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো ’’আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই’’- এ ঘোষণা দেয়া। সাধারণ শাখা হলো, কষ্টদায়ক কোন বস্তুকে পথ থেকে অপসারিত করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম)[1]

English

Chapter - Section 1

Abu Huraira reported God’s messenger as saying, “Faith has over seventy branches, the most excellent of which is the declaration that there is no god but God, and the humblest of which is the removal of what is injurious from the road. And modesty is a branch of faith.”

(Bukhari and Muslim.)

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, দারিমী ৪৬৭৬, নাসায়ী ৫০০৫, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৯৩৬১, ইবনু হিব্বান ১৬৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা : কোন বস্তুর অংশকে ‘আরাবীতে بِضْعٌ বলা হয়। তিন হতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে بِضْعٌ বলা হয়। কেননা এ সংখ্যাগুলো মূল সংখ্যার অংশ বিশেষ। যদিও এর দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝানো হয় তবুও তা তিন থেকে নয় সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। شُعْبَةٌ শব্দটি شُعَبٌ এর একবচন যার অর্থ গাছের শাখা। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ঈমানের মধ্যে অনেক স্বভাব বা কার্যাবলী বিদ্যমান। এটি সর্বজনবিদিত যে, শাখা, পাতা ও ফল গাছের অংশ। গাছ বিদ্যমান থাকলে তার শাখা, পাতা ও ফল থাকতেও পারে, নাও পারে। অনুরূপ মূল ঈমান বিদ্যমান থাকলেও ‘আমল থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। অতএব ঈমানের সাথে ‘আমলের সম্পর্ক হলো গাছের সাথে শাখা, পাতা ও ফলের সম্পর্কের ন্যায়।

الْأَذٰى ঐ বস্তুকে বলা হয় পথের মধ্যে পড়ে থাকা যে বস্তু কষ্ট দেয়। যেমন কাঁটা, পাথর ও অপবিত্র বস্তু। হাদীসের মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানের স্তরের মধ্যে মর্যাদার ভিন্নতা রয়েছে।

শাব্দিক অর্থে হায়া বা লজ্জা মানুষের এমন পরিবর্তন বা নীচতাকে বুঝায় যা ভয়ের কারণে উদ্রেক হয়। যার দরুন তাকে তিরস্কার করা হয়। কোন কারণে কোন কিছু ছেড়ে দেয়াকেও হায়া বা লজ্জা বলা হয়ে থাকে। মূলত এ ছেড়ে দেয়াটা লাজুকতার আবশ্যকীয় বিষয়।

শারী‘আতের পরিভাষায় এমন স্বভাবকে হায়া বা লজ্জা বলা হয় যা মানুষকে কোন খারাপ কাজ হতে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাপকের প্রাপ্য দানে কোন প্রকার অলসতা থেকে বিরত রাখে। এজন্যেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে “লজ্জার পুরাটাই কল্যাণকর”।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54564

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন